আমরা সকলে ট্রেনের যাত্রী

অরবিন্দ সিংহ

একদিন এক দিন-মজুরের বউ তাদের দুই ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে মেল ট্রেনে গ্রামের বাড়ীতে ফিরছে। স্বামীর রোজগারের স্থান কোলকাতা। যেতে হবে পুরুলিয়া। ট্রেন চলছে। এমন সময় অন্য বগি থেকে এক হকার বিভিন্ন পাখীর ডাক দিতে দিতে আমাদের বগিতে ঢুকলো। পাশে বসে থাকা ধনী মধ্যবিত্ত পরিবারের যাত্রীরা তাদের বাচ্চাদের চাহিদা মত সার্মথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন খেলনা কিনে দিচ্ছে। আর যেমনি ফেরিওয়ালাটা দিন মজুরের বৌ বাচ্চাদের সিটের কাছে এসে হাঁকতে থাকে, "কোকিল আছে, দোয়েল আছে, কথা বলা ব্যাঙ আছে। মাত্র পাঁচ টাকা। আর দিন মজুরের ছেলে মেয়েরা যখনি মায়ের দিকে তাকায় তখনি মা তাদের বলে, "উই দ্যাখ্ কেমন জাল ফেলছে।" এইভাবে আর একটা হকার সিঙাড়া,চপ নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যেই কাছে আসে, অমনি দিন মজুরের বউ তাদের বাচ্চাদের বলতে থাকে, "ঝুমু , তোর উই সাপ খেলনাটা কুথায় রাখলি রে? উটা ভাইরে দিবি তো।" হকারের বিক্রিত খাবারগুলি ক্রয় যাত্রীদের উদরে গেল। আর দিন মজুরের পুত্র কন্যাদের শুধু জিভের জলটা গেল। পেটে যেতে না যেতেই আর এক হকার, "মশলা মুড়ি চাই, মশলা মুড়ি" বলতে বলতে বগিতে আসে। তখনি অভাবি পুত্র কন্যাদের মা ঠিক একইভাবে বলে, গাঁয়ে গেলে, একদম পুকুরে নামবি না। নয়তো সেই আগের মতে ঠাণ্ডা লাগবে।" এমন সময় এদের সামনে বসে থাকা এক ধনী যাত্রীর চৌবাচ্চা মার্কা ছেলেটি মশলামুড়ি খেতে খেতে বলে, "উঃ , কী ঝাল লাগছে মা " দিন মজুরের সন্তানদের জিভের জল আবার পেটে যেতে হজম শক্তির মেশিন দ্রুত চলতে থাকে। এমন সময় দিন মজুরের বউয়ের চোখ থেকে টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়লো দু' ফোটা চোখের জল। তবুও ট্রেনটা ছুটছে তার গতিতে। এখনও অনেক মাইল বাকী তাদের স্টেশনটা। দিন মজুরের বউ ভাবছে, "এবার বাচ্চাদের কি বলবে ?"

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা